



272580 - রমযানরে পূর্ববে ক্ষমা চয়েে প্ৰাপ্ত মসেজেগুলোর হুকুম কি?

প্ৰশ্ন

রমযান মাস শুরু হওয়ার পূর্ববে ক্ষমা চয়েে ওয়াটসআপে য়ে মসেজেগুলো আসে আমি সগেলোর হুকুম জানতে চাই?

প্ৰয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

সকল নকে আমল সটো নরিটে আল্লাহর ইবাদত শ্ৰণীয় হোক; যমেন- নামায, রোযা ইত্যাদি কথিবা মাখলুকরে প্ৰতি অনুগ্রহ শ্ৰণীয় হোক— সব সময় সগেলো পালন করা কাম্য।

তবে মরযাদাপূর্ণ সময়গুলোতে সগেলোর প্ৰতি উৎসাহতি করা আরো বেশি তাগদিপূর্ণ হয়। এ সময়গুলোকে এ কারণেই মরযাদা দয়ো হয়ছে, যাতে করে সকল নকে ও ভাল আমল পালনে প্ৰতিযোগতি করা হয়।

যে সকল নকে আমলরে প্ৰতি উৎসাহতি করা ও য়ে গুলোর ব্যাপারে উপদশে দেওয়া শরয়িত অনুমোদতি সগেলোর মধ্যে রয়ছে— মাফ চাওয়া এবং পারস্পারিকি শত্রুতা মটিয়ি ফলো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে, য়ে, তিনি বলনে: "যদি তোমাদের কটে রোযা রখে ভেরে উপনীত হয় তাহলে সে যনে অশ্লীল কথা না বলে, মূর্খরে আচরণ না করে। যদি কোন লোক গায়ে পড়ে তাকে গাল দিয়ে কথিবা ঝগড়া করে তবে সে যনে বলে দেয়: নশিচয় আমি রোযাদার, নশিচয় আমি রোযাদার।"[সহি বুখারী (১৮৯৪) ও সহি মুসলিম (১১৫১)]

এ হাদসি অন্তরগুলোকে আহ্বান করা হচ্ছে— ববিদে জদি না করার প্ৰতি, প্ৰতিপিক্ষ থেকে প্ৰতিশোধ গ্রহণ না করার প্ৰতি, আত্মপক্ষ সমর্থন না করার প্ৰতি এবং খারাপ আচরণরে বদলে খারাপ আচরণ না করার প্ৰতি।

মুসলিম ব্যক্তি যখন ঐ মটসুমগুলোতে অনকে বেশি নিকে আমল করার জন্য প্ৰস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে এবং আশংকা করে য়ে, আল্লাহর কাছে তার আমলগুলো উত্তোলনের ক্ষেত্রে হিংসা-বদিবষে প্ৰতিবিন্দক হতে পারে তখন সে মানুষরে কাছ থেকে ক্ষমা চয়েে নয়ে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন য়ে, তিনি



বলেন: "মানুষের আমল প্রতি সপ্তাহে দুইবার সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে উত্থাপন করা হয়। তখন প্রত্যেকে মুমনি বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়; শুধু এমন বান্দা ছাড়া যার মাঝে ও তার ভাইয়ের মাঝে বিবাদ রয়েছে। বলা হয়: এ দুইজনকে বাদ দাও; যতক্ষণ না তারা মটিমাট করে নেয়।"[সহি মুসলিম (২৫৬৫)]

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"কোন সন্দেহে নই মানুষের মাঝে বিবাদ ও ঝগড়া কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করার কারণ। এর দলিল হল: এক রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদেরকে লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হয়েছিলেন। তখন সাহাবীদের মধ্যে দুইজন ঝগড়া করছিলেন। তাই লাইলাতুল ক্বদরকে তুলে নেয়া হয়। অর্থাৎ ঐ বছরে লাইলাতুল ক্বদরকে চনোর জ্ঞান তুলে নেওয়া হয়। এ কারণে মানুষের চেষ্টা করা উচিত যত্ন করে নিজের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ না থাকে।"[আল-লিকাউস শাহরি / ৩৬]

তাই যে ব্যক্তি পারস্পরিক ক্ষমা চাওয়ার সংস্কৃতি প্রচার করে, নিজের ক্ষমা চায়, অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ করে থাকলে সটো ফরিয়ে দেয়, মানুষের অধিকার থেকে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে এবং রমযানে কথিবা অন্য মাসে এসব আমলের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে: কোন সন্দেহে নই যে সে ব্যক্তি কল্যাণের কাজে ও ভাল কাজে আছে।

সারকথা:

এ মর্যাদাপূর্ণ মৌসুমে একে অপর থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং জুলুম থেকে মুক্ত হওয়া একটি দৃশ্যমান প্রবণতা। ইনশাআল্লাহ, এ মৌসুমগুলোতে ক্ষমা করার প্রতি আগ্রহ দাও, স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং উদ্বুদ্ধ করাতো আমাদের কাছে কোন আপত্তির দিক ফুটে উঠছে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।